দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 25 SEP 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

৪ কলাম

উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি নিয়ে কোচিং ব্যবসা জমজমাট, যুদ্ধ করেই ভর্তি হতে হবে!

মোশতাক আহমেদ ॥ উচ্চ শিক্ষায় ভর্তিকে সামনে রেখে দেশের কোচিং ব্যবসা এখন জমজমাট। ভর্তি পরীক্ষা দোরগোড়ায় হাজির হওয়ায় পরিচিত কোচিং সেন্টারের বাইরেও নানা নামে কোচিং সেন্টার গড়ে উঠেছে, যারা শর্ট কোর্স, সাজেশন কোর্স ইত্যাদি নানা মেয়াদের কোর্সে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা কামাচ্ছে। বিভিন্ন কোচিংয়ের প্রসপেকটাসে নিজেদের সাফল্যগাথা ও প্রতিশ্রুতির কথা বলে শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করছে। সরকারের পক্ষ থেকে কোচিং ও প্রাইভেট বন্ধের উদ্যোগের কথা শোনা গেলেও সেটি এখনও আলোর মুখ দেখতে পারেনি।

শিক্ষাবিদদের সঙ্গে কথা হলে তাঁরা জানান, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা খারাপ থাকার কারণেই অনেকে প্রাইভেট কিংবা কোচিংয়ের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। তাছাড়া ভর্তি পরীক্ষার সিস্টেমই কোচিংয়ে আগ্রহী করে তুলছে। শিক্ষাবিদরা এও বলেছেন, বাসায় ঠিকমতো পড়লে কোচিংয়ের কোন দরকার নেই।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেছেন, কোচিং ও প্রাইভেট বন্ধ করতে হলে ভর্তি পরীক্ষায় পরিবর্তন আনতে হবে। তিনি ব্যক্তিগত মত হিসেবে বলেন, জিপিএ-এর ভিত্তিতে উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি করা হলে কোচিংয়ের দাপট কমবে। তাছাড়া যেহেতু কয়েক বছর ধরে জিপিএ-এর ভিত্তিতে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাতে জিপিএ-এর ভিত্তিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা যেতে পারে। অবশ্য এটি একান্তই তাঁর ব্যক্তিগত মত।

মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছে গত ২৬ আগস্ট। এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় এযাবত কালের সবচেয়ে ভাল ফল হওয়ায় উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি পরীক্ষায় তীব্র প্রতিযোগিতা হবে এটা নিশ্চিত করে বলা যায়। এমনকি জিপিএ ফাইভ পেয়েও অনেক শিক্ষার্থী কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে না। শুধু জিপিএ ফাইভ পাওয়া নয়, এবারের এইচএসসি পরীক্ষার রেকর্ড গড়া ফলে পাসের হার বেড়ে যাওয়ায় ভাল প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিয়ে জিপিএ-৩'র উপরে পাওয়া সব শিক্ষার্থীই চরম অনিশ্চয়তায় ভুগছে। সার্বিকভাবে এইচএসসি উত্তীর্ণ সব শিক্ষার্থী গ্র্যাজুয়েট লেবেলে ভর্তির সুযোগ পেলেও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বুয়েট, মেডিক্যাল এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এক প্রকার যুদ্ধ করে আসন জয় করতে হবে। এমনকি ভাল মানের কলেজগুলোতেও অনার্সে ভর্তি হতে পারবে না অনেকে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের এক হিসেব থেকে জানা গেছে, বর্তমানে সারাদেশে উচ্চ শিক্ষায় আসন সংখ্যা প্রায় দুই লাখ বিরাশি হাজারের মতো। এর মধ্যে পাবলিক বিদ্যালয়ের আসন রয়েছে ছাব্বিশ হাজারের মতো। প্রাইভেট ভার্সিটিতে আসন রয়েছে চল্লিশ হাজারের মতো। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজসমূহে অনার্সে আসন রয়েছে এক লাখ বিশ হাজারের মতো। সরকারী-বেসরকারী মিলিয়ে কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রী লেভেলে আসন রয়েছে নব্বই হাজারের মতো। সরকারী মেডিক্যালের আসন সংখ্যা দুই হাজার ষাটটি। বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ, দেশার টেকনোলজি, টেক্সটাইল কলেজসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আরও চার হাজারের মতো আসন রয়েছে। এছাড়া কিছু ডিপ্লোমা প্রতিষ্ঠানে আর কিছু আসন রয়েছে।

এবারে সাত শিক্ষাবোর্ডে দুই লাখ ৭৭ হাজার ৫শ' ২৩ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে কেবল জিপিএ-৫ পেয়েছে দশ হাজার দু'শ' পাঁচ শিক্ষার্থী। এদের সঙ্গে মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের মেধাবীরাও যোগ দেবে। এইচএসসিতে জিপিএ-৪ থেকে ৫ পেয়েছে উনষাট হাজার এক শ' ৫২ শিক্ষার্থী। এরা প্রতি বিষয়ে গড়ে নব্বর পেয়েছে সত্তর থেকে আশি। জিপিএ-৩ দশমিক ৫ থেকে ৪ পেয়েছে ৫৬ হাজার চার শ' ৩৮ শিক্ষার্থী। এসব শিক্ষার্থীর মূল টার্গেট থাকে বুয়েট, মেডিক্যাল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের সিটের চেয়ে উত্তীর্ণ মেধাবী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ায় তাদের ভর্তি পরীক্ষায় যুদ্ধ করেই আসন জয় করতে হবে। ইতোমধ্যে সিংহভাগ প্রতিষ্ঠানেই ভর্তির তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। মেডিক্যালসহ কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন ফরমও বিতরণ শুরু হয়েছে।

শেষ মুহূর্তে এসে একটি আসন জয়ের চিন্তায় ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা এখন যুদ্ধের মতো প্রস্তুতি নিচ্ছে। এক্ষেত্রে কোচিং সেন্টারগুলোই যেন তাদের প্রস্তুতির প্রধান ঠিকানা। রেজাল্টের আগে যারা পাসের চিন্তায় দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিল ফল প্রকাশের পর তারাও এখন হুমড়ি খেয়ে পড়ছে কোচিং সেন্টারের দিকে। শিক্ষার্থীদের এই প্রবণতাকে কাজে লাগিয়ে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহরে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে উঠছে কোচিং সেন্টার। রাজধানীর অলিগলিতে এখন কোচিং সেন্টারের সাইনবোর্ড। একই মেধাবী মুখের ছবি বিভিন্ন কোচিং সেন্টারের প্রসপেকটাসে ছাপিয়ে নিজেদের দাবি করে শিক্ষার্থীদের মন কাড়ার প্রতিযোগিতা চলছে।

কয়েক বছর আগেও যেখানে একটি গাইডসহ ভর্তি কোচিং করা যেত মাত্র এক থেকে দেড় হাজার টাকায়, সেখানে এখন এই টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫ থেকে আট হাজারেরও বেশি। ক্ষেত্রবিশেষ আরও বেশি।